"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার আদেশ হল স্বদর্শন চক্র আবর্তিত করে নিজের বুদ্ধি যোগ এক পিতার সঙ্গে যুক্ত করো, এতেই বিকর্ম বিনাশ হবে, মাথার উপরে যে পাপের বোঝা আছে সেসব নেমে যাবে"

*প্রশ্নঃ - এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের বিশেষত্ব কী কী?

*উত্তরঃ - এই সঙ্গম যুগই হল কল্যাণকারী যুগ - এই যুগেই আত্মা এবং পরমাত্মার প্রকৃত মিলন মেলা আয়োজিত হয় যাকে কুম্ভের মেলা বলা হয়। ২- এই সময়েই তোমরা সত্য ব্রাহ্মণ হও। ৩- এই সঙ্গমেই তোমরা দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাও। দুঃখ থেকে মুক্ত হও। ৪- এই সময়ে তোমরা জ্ঞান সাগর বাবার দ্বারা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করো। নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান বাবা প্রদান করেন। ৫- তোমরা শ্যাম বর্ণ থেকে গৌর বর্ণে পরিণত হও।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা গীত শুনলো এবং বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথাটি স্থির আছে যে অবশ্যই কলিযুগ হল পাপের দুনিয়া। এই সময় সবাই পাপ কর্মই করে। বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদেরকে কল্প-কল্পের গতি সদগতি প্রদান করেন, যখন পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করার প্রয়োজন হয় তখন পতিত-পাবন বাবা আসেন, এসে আত্মারূপী বাচ্চাদের নিজ সম করে গড়ে তোলেন। বাবার মধ্যে কোন্ জ্ঞান আছে ? সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান আছে। তোমরা বাচ্চারাও এই সৃষ্টি চক্রকে জানো। এই সম্পূর্ণ চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, বাবার কাছে জ্ঞান আছে, তাই তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। উনি হলেন পতিত-পাবন। এই চক্রটি বোধগম্য হলে, স্বদর্শন চক্রধারী হলে তোমরা স্বর্গের চক্রবর্তী রাজা হও। তাই বুদ্ধিতে সারা দিন এই চক্রটি আবর্তিত হওয়া উচিত, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। পরে সত্যযুগে তো তোমরা এই চক্রটি আবর্তিত করবে না। সেখানে স্ব অর্থাৎ আত্মার সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান থাকে না। না সত্যযুগে, না কলিযুগে, এই জ্ঞান কেবল সঙ্গমযুগেই তোমরা প্রাপ্ত করো। সঙ্গমের অনেক মহিমা আছে। কুম্ভের মেলা আয়োজিত করা হয়, তাইনা। বাস্তবে এ হল জ্ঞান সাগর এবং নদী গুলির অর্থাৎ পরম আত্মা ও আত্মাদের মেলা। ওই কুম্ভের মেলা হল ভক্তি মার্গের। আত্মা ও পরমাত্মার এই মিলন মেলা এই অনুপম সুন্দর কল্যাণকারী সঙ্গমযুগেই হয়, তখন তোমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সুখের সংসারে যাও তাই শিববাবাকে দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী বলা হয়। অর্ধেক কল্প সুখ এবং অর্ধেক কল্প দুঃখ থাকে। দিন ও রাত হয় অর্ধেক। গৃহ ইত্যাদিও নতুন পুরানো হয়। নতুন গৃহে সুখ, পুরানো গৃহে দুঃখ থাকে। দুনিয়াও নতুন ও পুরানো হয়। অর্ধেক কল্প সুখ থাকে পরে মধ্য থেকে দুঃখ শুরু হয়। দুঃখের পরে পুনরায় সুখ আসে। দুঃখধাম থেকে পুনরায় সুখধাম কীভাবে হয়, কে রচনা করেন, এই কথা দুনিয়ায় কেউ জানেনা। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে। সত্যযুগকে বহু কালের সময় দিয়ে দিয়েছে। যদি সত্য যুগের আয়ু বিশাল হয় তবে মানুষের সংখ্যা কত হওয়া উচিত। ফিরে তো কেউ যায় না। সবাইকে একত্রিত হতেই হবে। ফিরে তো তখন যাবে, যখন শিববাবা স্বয়ং এসে গৃহের রাস্তা বলে দেবেন। এত সব আত্মাদেরকে সঙ্গম যুগে বাবা এসে সঠিক পথ বলে দেন। তোমরা জানো আমরা ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করে এসেছি। সত্য যুগ, ত্রেতায় আমরা কত গুলি জন্ম নিয়েছি, সেখানে কত বছর কে-কে রাজত্ব করেছে, সব কিছু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। সত্যযুগে হল ১৬ কলা সম্পূর্ণ, তারপরে ১৪ কলা, তারপরে অবতরণ কলা হয়। এই সময় অনেক দুঃখ। দুঃখ থাকে পুরানো দুনিয়ায়। সত্য যুগকে নতুন দুনিয়া, কলিযুগকে পুরানো দুনিয়া বলা হয়। বর্তমানে হল সঙ্গম। এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়, বাবা নতুন দুনিয়া রচনা করছেন। তোমরা পুরানো দুনিয়া থেকে বেরিয়ে নতুন গৃহে (সত্যযুগে) গিয়ে বসবে। তোমরা বলবে আমরা নতুন গৃহের জন্য পুরুষার্থ করছি যে আমরা নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদ প্রাপ্ত করবো। বাবা শুধু বলেন আমাকে স্মরণ করো, আর কোনও কষ্ট দেন না। যেমন করেই হোক সময় বের করে আদেশ পালন করা উচিত। কিন্তু মায়া এমন যে আদেশ পালন করতে দেয় না। বাবার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করতে দেয় না। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা কল্প পূর্বেও পুরুষার্থ করে এই মায়া রূপী রাবণকে পরাজিত করেছ তবেই তো সত্যযুগের স্থাপনা হয়। যে যতখানি সাহায্য করে তার ততই লাভ হয়। সুতরাং বাচ্চাদের তো এই নলেজ আত্মীয়স্বজন মিত্র পরিজনদেরকেও দেওয়া উচিত। বাবার আদেশ হল যে আমাকে স্মরণ করো, কারণ অর্ধেক কল্পের বিকর্মের বোঝা মাথার উপরে রয়েছে, সেসব ভস্ম করার কোনও উপায় নেই একমাত্র বাবার স্মরণ ব্যতীত। যদিও গঙ্গা যমুনাকে পতিত পাবনী বলে, মানুষ ভাবে আমরা পবিত্র হয়ে যাবো কিন্তু জলের দ্বারা পাপ মিটবে কীভাবে। এ হল পতিত দুনিয়া, তাই তো সবাই আহবান করে হে পতিত-পাবন এসে সত্যযুগের স্থাপনা করুন। এক বাবা ব্যতীত কেউ স্থাপনা করতে পারবে না।

অতএব এ হল নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান। প্রদান করেন একমাত্র বাবা, শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞান প্রদান করে না, শ্রীকৃষ্ণকে পতিত-পাবন বলা হবে না। পতিত-পাবন তো হলেন একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা, উনি হলেন পুনর্জন্ম রহিত।

তোমরা জানো - শ্রীকৃষ্ণপুরীকেই বিষ্ণুপুরী বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব রাজধানী থাকে, রাধার থাকে নিজস্ব রাজধানী পরে তাদের একে অপরের সঙ্গে বিবাহ পূর্বের আশীর্বাদ অনুষ্ঠান হয়। রাধা কৃষ্ণ তো ভাই বোন ছিলেন না। ভাই বোনের নিজেদের মধ্যে বিবাহ হয় না। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান রয়েছে। প্রথমে এই সব কথা জানতে না। এখন জেনেছো যে রাধে-কৃষ্ণ পরে গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। স্বর্গের মহারাজা ও মহারানী, প্রিন্স ও প্রিন্সেস রাধা কৃষ্ণের গায়ন আছে। রাধা কৃষ্ণের মাতা পিতার এমন উঁচু পদমর্যাদা নেই। এমন কেন হয়েছে ? কারণ তাদের মাতা পিতা কম পড়াশোনা করেছে। রাধে কৃষ্ণের যত নাম আছে, তাদের মাতা পিতার তেমন নাম উল্লেখ নেই। বাস্তবে যে জন্ম দাত্রী হয় তার তো নাম থাকা উচিত। কিন্তু নেই, রাধা কৃষ্ণ হলেন সবচেয়ে উঁচুতে। তাদের উপরে কেউ নেই। রাধা কৃষ্ণ প্রথম নম্বরে গিয়েছেন পরে প্রথম নম্বরের মহারাজা মহারানীও হয়েছেন। যদিও জন্ম হয়েছে মাতা পিতার কাছে কিন্তু তবুও তাদের নাম রয়েছে উঁচুতে । এই কথা বুদ্ধিতে ভালো ভাবে বসাতে হবে। যখন তোমরা এখানে বসে আছো তো এই স্বদর্শন চক্র ঘোরালে থাকো। এই চক্র ঘোরালে তোমাদের পাপ ভস্ম হয় অর্থাৎ রাবণের মাথা কাটা যায়। এই সত্যযুগ, ত্রেতা র.... চক্র তাইনা। আমরা প্রথমে সেই দেবতা ছিলাম পরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য... হয়েছি। এখন পুনরায় আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি। তারপরে পুনরায় আমরা দেবতা হবো। বাবা ওম্ শব্দের অর্থ পৃথক ভাবে বুঝিয়েছেন, হাম সো অর্থাৎ আমিই সেই - এই কথাটির অর্থ হল আলাদা। শাস্ত্রে কিন্তু এক করে দেওয়া হয়েছে । তারা বুঝেছে ওম্ অর্থাৎ আমরা আত্মা আমরাই পরমাত্মা। পরমাত্মাই আত্মা - এ হল উল্টো অর্থ। বাবা বোঝান ওম্ অর্থাৎ আমরা আত্মা, পরম পিতা পরমাত্মার সন্তান। আমি ভগবান, এই অর্থ নয় ওম্ কথাটির। আমরা আত্মারা হলাম নিরাকার। আমাদের পিতাও হলেন নিরাকার। সাকার দেহের পিতাও হলেন সাকার। আমরা পরমাত্মার সন্তান তাই আমাদের স্বর্গের রাজধানী অবশ্যই চাই। বাবা আমাদের স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার (বর্সা) প্রদান করতে এসেছেন। রাবণ অর্ধেক কল্প পরে অভিশপ্ত করে তখন তোমরা দুঃখী তমোপ্রধান হয়ে যাও। পরে বাবা এসে সুখী হওয়ার বরদান দেন। এমন বলেন না চিরঞ্জীব ভব, বরং বলেন আমাকে স্মরণ করো তো এই জন্ম সহ জন্ম জন্মান্তরের যা পাপ আছে সেসব ভস্ম হয়ে যাবে, একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। রাবণ রাজ্যে সবাইকে পতিত অবশ্যই হতে হবে। পতিত এবং পবিত্র আত্মা হয়, পরমাত্মা তো হলেন সদা পবিত্র, উনি সবাইকে পবিত্র করেন। পতিত বানায় রাবণ। সত্যযুগে বিকার হয় না। ওটা হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া, তবেই তো দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে গান করে - তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন .... এই মহিমা শিবের সম্মুখে গিয়ে গাইবে না। দেবতারা হল পবিত্র, তারাই পতিত হয়ে থাকেন, এ হল খেলা। শিববাবা সুখধামের রচনা করেন, শিবকে পিতা বলা হয়। শালগ্রাম আলাদা, রুদ্র যজ্ঞে একটি বিরাট লিঙ্গ রূপ তৈরি করে, আর বাদ বাকি ছোট ছোট শালগ্রাম বানায়। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি, অন্য ধর্মের আত্মাদের জন্য ৮৪ জন্ম বলা হবে না। শিখ ধর্মের লোকেরা ৫০০ বছরে কত গুলি জন্ম নিয়ে থাকতে পারে? আমরা কত গুলি জন্ম নিয়ে থাকি? এই কথা বাবা বোঝান, ব্রাহ্মণদেরই কেশশিখা (টিকি) বিখ্যাত। সত্য ব্রাহ্মণ থাকে সঙ্গমে। এ'হল কল্যাণকারী যুগ। এখানেই তোমাদের সবার কল্যাণ হয়। রাবণ অকল্যাণ করে, পিতা এসে কল্যাণ করেন। অতএব শিববাবার মতানুসরণ করে চলা উচিত, তাইনা। শ্রীমৎ শিব ভগবানুবাচ - শিববাবা জন্ম নেন না, উনি প্রবেশ করেন। জন্ম বলা হবে তখন, যখন প্রতিপালিত হবে। উনি কখনও প্রতিপালিত হন না। শুধু বলেন আমার শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলো। স্বর্গের তোমরা মালিক হও। আমাকে মালিক হতে হবে না, আমি তো হলাম অভোক্তা।

অতএব বুঝতে হবে যে বাবা আত্মাদের অর্থাৎ আমাদের বোঝাচ্ছেন, আত্মাই বুঝতে পারে। আত্মাই হয় ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার। আত্মা বলে - আমরা দেবতা ছিলাম, পরে আমরা ৮ জন্ম গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় হই, তখন ১২ জন্ম নিয়ে থাকি, তারপরে আমি পতিত হই। এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা, আত্ম - অভিমানী ভব। এই কথাটি বুঝতে হবে। আত্মা বলে আমরা সত্যযুগে ছিলাম তখন মহান আত্মা ছিলাম পরে কলিযুগে মহান পাপ আত্মা হয়েছি। সবচেয়ে মহান, মহানতম আত্মা হলেন পরমাত্মা, উনি হলেন সর্বদা পবিত্র। এখানে তো মানুষ সদা পবিত্র থাকে না। সদা পবিত্র তো সুখ ধামে থাকে। ত্রেতায় কিছু কলা বা কোয়ালিটি কম হতে থাকে। বর্তমানে আমাদের উত্তরণ কলা চলছে অর্থাৎ চড়তি কলা। আমরা স্বর্গের মালিক হই। তারপরে ত্রেতায় আসবো ২ কলা বা কোয়ালিটি কমে যাবে পরে দ্বাপরে ৫-টি বিকারের গ্রহণ লাগলে শ্যাম বর্ণ হয়ে যাবে। এখন বাবা বলেন এই ৫-টি বিকার দান করে দাও তাহলে গ্রহণ মুক্ত হবে, তারপরে তোমরা সত্যযুগী সম্পূর্ণ দেবতা হয়ে যাবে। সর্ব প্রথমে দেহ-অভিমান ত্যাগ করো, কাম বিকারের দান করো। অন্তে এসে নষ্ট মোহ হতে হবে। এখন আত্মারা তোমাদের স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে যে যথাযথভাবে আমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করেছি। দ্বাপর থেকে রাবণ অভিশপ্ত করেছে, তাই সবাই দুঃখে আছে। দ্বাপরের রাজা রানীরা কি অসুস্থ হতেন না ? এও তো হল দুঃখ তাইনা। এই

দুনিয়া হলই দুঃখের দুনিয়া, সত্যযুগ হল সুখধাম। অতএব ভগবানের শ্রীমৎ অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত। অসীম জগতের পিতার শ্রীমৎ যে অনুসরণ করে না তাকে কুসন্তান বলা হবে। পিতার কাছে অসৎ সন্তানের কি উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হবে ! সুসন্তান উত্তরাধিকার ভালো ভাবে প্রাপ্ত করে। যে নিজেও পবিত্র হয়, অন্যদেরও পবিত্র বানায়। অসীম জগতের পিতা আত্মাদের পড়ান। আত্মারা কি কান দিয়ে শুনছে ? তারা বলে হ্যাঁ বাবা, আমরা আপনার শ্রীমৎ অনুসরণ করে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হবো। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান তো নিশ্চয়ই উঁচু থেকে উঁচু পদের অধিকারী করেন। স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন অর্ধেক কল্পের জন্য। লৌকিক পিতার কাছে জাগতিক দুনিয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, অল্পকালের সুখ। কলিযুগে আছে কাক বিষ্ঠা সম সুখ তাই সন্ন্যাসী ঘরসংসার ত্যাগ করে। তারা গৃহস্থ ধর্মকে মানেনা। গৃহস্থ ধর্ম তো সত্যযুগে থাকে।

তোমরা জানো এই পড়াশোনার দ্বারা আমরা বিষ্ণুপুরীতে যাই তার জন্য পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়াচ্ছেন। ভক্তরা জানেনা যে ভগবান কে, তাঁর কর্তব্য কি ? কীভাবে উনি পতিতদের পবিত্র করেন ? এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছো। দুনিয়া ওই পতিত-পাবন পিতাকে স্মরণ করছে। এখন তোমরা সঙ্গম যুগে দাঁড়িয়ে আছো, অন্যরা সবাই কলিযুগে আছে। তারা ভাবে কলিযুগ তো এখন ছোট শিশু। তোমরা জানো কলিযুগের এখন বিনাশ হবে। এখন তোমাদেরকে সত্যযুগে যেতে হবে। বাবা তোমাদের স্মৃতি জাগ্রত করেছেন - আমি কল্প কল্প তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার বা বর্সা প্রদান করি। তাই সম্পুর্ণ বর্সা নেওয়া উচিত, তাইনা। বাবা এমন বলেন না যে এখানে বসে থাকো। ঘরে গৃহস্থে থাকো শুধুমাত্র স্ব দর্শন চক্র আবর্তিত করো এবং নষ্ট মোহ হও। একমাত্র শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নয়, এখন আমরা জানি আমাদের নতুন সম্বন্ধ যুক্ত হচ্ছে, তাই পুরানো সম্বন্ধ গুলির প্রতি আসক্তি থাকা উচিত নয়। নতুন দুনিয়া, নতুন রাজধানীর প্রতি আসক্তি রাখতে হবে। এখন তো মৃত্যু মাথার উপরে রয়েছে। প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। সত্যযুগে অকালে মৃত্যু হয় না। নির্দিষ্ট সময়ে একটি পুরানো খোলস ত্যাগ করে নতুন ধারণ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) স্ব দর্শন চক্র ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে তাই সবার প্রতি আসক্তি দূর করতে হবে।

২) বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য পুরোপুরি শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে হবে। আত্ম-অভিমানী হয়ে সুসন্তান হতে হবে।

বরদানঃ- মন এবং বুদ্ধিকে সদা সেবায় বিজি করে রেখে নির্বিঘ্ন সেবাধারী ভব

যে যত সেবায় উৎসাহ উদ্দীপনা বজায় রাখে ততই নির্বিঘ্ন থাকে, কারণ সেবায় বুদ্ধি বিজি থাকে। খালি সময় থাকলে অন্য কারো আসার চান্স থাকে এবং বিজি থাকলে নির্বিঘ্ন থাকা যায়। মন ও বুদ্ধিকে বিজি রাখার জন্য তার টাইম-টেবিল বানাও। সেবা বা স্ব এর প্রতি যে লক্ষ্যটি রয়েছে, সেই লক্ষ্যকে প্রাক্টিক্যালে ধারণ করার জন্য মাঝে মাঝে অ্যাটেনশন অবশ্যই চাই। অ্যাটেনশন কখনও যেন টেনশনে পরিবর্তিত না হয়, যেখানে টেনশন আছে সেখানে মুশকিল অনুভব হয়।

স্লোগানঃ- সেবা করে যে আশীর্বাদ বা দুয়া প্রাপ্ত হয় - সেটাই হল সুস্থ সবল থাকার সাধন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;